মঙ্গলবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ২২৪

সাবেক চাণক্য অবসর নিলেন, আধুনিক চাণক্য কী করেন তা দেখার

ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে এক সময়ে চাণক্য বলেই পরিচিত ছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও। পরবর্তীকালে 'কনসেনসাস বিল্ডার'-এবং দলের সংকট মোচনকারী চাণক্য হিসাবে পরিচিত হন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়। এবার দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আধুনিক চাণক্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। দেশ জুড়ে দলের অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তারে তিনিই অন্যতম কাণ্ডারি। হরিয়ানা, গুজরাত, অসম থেকে শুরু করে হিন্দি বলয়ের হৃদপিণ্ড উত্তরপ্রদেশে দলের রাজত্ব কায়েম করার কারিগর তিনি। অসম্ভব দক্ষ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এই মানুষটির সমকক্ষ ধুরন্ধর রাজনৈতিক বর্তমান ভারতে অত্যন্ত কর্ম।

শনিবার তিনদিনের সফরে উত্তরপ্রদেশে যান বিজেপি সভাপতি শাহ। তিনি লখনউয়ে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ঘিরে বিরোধী শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই আয়ারাম-গয়ারাম খেলা জোর কদমে চলছে। বিরোধী সমাজবাদী পার্টির ২জন এবং বহুজন সমাজ পার্টির ১জন বিধান পরিষদ সদস্য দলত্যাগ করেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, উত্তরপ্রদেশে বিরোধী শক্তি এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়বে। এতে শাসকদলের সুবিধা হবে।

কিন্তু দলকে শক্তিশালী করতে দলত্যাগকে উৎসাহ যোগানো বুমেরাং হতে পারে। কারণ সংগঠনের বিপদের সময়ে যারা দল ছেড়ে দিচ্ছেন, তারা চরম সুবিধাবাদী। ভারতের রাজনীতিতে কোনওদিনই এরা টিকে থাকতে পারে না। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করে আজও সমান দাপটে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি কোন পদের আশায় দল ছাড়েন নি। দল ছেড়েছিলেন কংগ্রেসের শাসকদলের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে। আর তার উত্থান হয়েছে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। সেদিন থেকে তিনি ব্যতিক্রমী। এখন আধুনিক চাণক্য এরাজ্যে কীভাবে এগোন তা দেখার।

যোগী সরকারের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

রাহিল নোরা চোপরা

যেভাবে উত্তরপ্রদেশের সরকার চালাচ্ছেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্তুষ্ট নন প্রধানমন্ত্রী। এমনটাই শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে প্রধানমন্ত্রী ওই রাজ্যের সব বিজেপি সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাঁদের অনেকেই নাকি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎবন্টন এবং রাস্তা ইত্যাদি নিয়েও অভিযোগ মিলেছে বলে খবর। যাঁরা এমনও সতর্কবার্তা দিয়েছেন যে, যদি পরিস্থিতির বদল না হয়, তাহলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলকে চড়া মূল্য দিতে হবে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দলের সভাপতি অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সার্বিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে সরকার যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তারও ফিরিস্তি দেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, ২৯ থেকে ৩১ জুলাই অমিত শাহ লক্ষ্ণৌ সফর করবেন। দলের রাজ্য শাখায় জমে থাকা ক্ষোভ, বিক্ষোভের সামাল দিতে। সেই সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য এবং আরএসএস-এর পদাধিকারীদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যসভায় ক্রশ ভোটিং নিয়ে চিন্তিত কংগ্রেস

বুধবার গান্ধিনগরে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল। জেতার ব্যাপারে তিনি নাকি রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী। জয়ের জন্য কংগ্রেসের দরকার ৪৭টি ভোট। সেখানে গুজরাটের রাজ্য বিধানসভার ১৮২ সদস্যের মধ্যে ৫৭ জন রয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক। এদিকে, কংগ্রেসের দল ভাঙা শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, তারা ক্রশ ভোটিং-এর ভয় পাচ্ছে। কারণ, তাঁদের ১১জন বিধায়ক ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী রামনাথ কোবিন্দকে ভোট দিয়েছেন। এই অবস্থায় প্যাটেলের নির্বাচন কংগ্রেসের কাছে মানসম্মানের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত, শঙ্কর সিং বাঘেলা দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর। অন্যদিকে, বাকি দুই আসনে বিজেপি নিশ্চিত জয় হাসিল করতে চলেছে। উল্লেখ্য, গুজরাট থেরে রাজ্যসভায় বিজেপি'র দুই প্রার্থী যথাক্রমে অমিত শাহ ও স্মৃতি ইরানি।

নভেম্বর মাসে রাহুল দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নিতে পারেন

কংগ্রেস মহলে মনে করা হচ্ছে, আগামী নভেম্বর মাসে রাহুল গান্ধি অবশেষে দলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন। বিগত এক বছর ধরে তিনি দলের সংগঠনকে মজবুত করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। দলের সর্বস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। কর্ণাটক, পাঞ্জাব, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ডে তিনি নয়াদলীয় প্রধানকে বসিয়েছেন। কিন্তু, তার সুফল কতটা মিলবে, তা নিয়ে যদিও দলের অন্দরে আলোচনা চলছে।

চন্থনের অপসারণ চান মহারাষ্ট্র কংগ্রেস নেতারা

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাহুল গান্ধি। রাজ্যে দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার স্বার্থে। সেখানেই রাজ্য নেতারা পিসিসি প্রধান অশোক চন্থন সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ তোলেন। সূত্র বলছে, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার বিজয় ওয়াদ্দেতিয়ার অভিযোগ করেছেন, চন্থন তাঁর নিজের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশি মতো দল পরিচালনা করছেন। সেই কারণে ওই বিক্ষুব্ধ নেতারা অবিলম্বে চন্থনের অপসারণ চান বলেও জানা গিয়েছে।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

পূর্বকথা—শম্ভুর, রাজনারায়ণের চন্ডী শ্রবণ—ঠাকুরের সাধুসেবা " শম্ভুর চন্ডী গান শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল! সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চন্ডী শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হ'লো।" " অনেক সাধুরা সে সময়ে আস্‌তো। তা সাধ হলো, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজোবাবু তাই ক'রে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'তো।" " একবার মনে উঠ্‌লো যে খুব ভাল জরীর সাজ প'রবো। আর রূপার গড়ু গুড়িতে তামাক খাবো। সেজোবাব নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হলো। গুড়গুড়ি নানারকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে,—উঁচু থেকে নীচু থেকে। তখন বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললুম,— পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্‌লাম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ। এই সাজে রজোগুণ হয়!"

বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম—পূর্বকথা—রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১

বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের খুব সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাষ্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, ' এ বড় উত্তম স্থান, আপিনি আসবেন,—ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ!' তারপর রাখালের অসুখ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জ্বর। ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চন্ডীর কাছে মানসিক করেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কহিতেছেন—" এইখানে বসে পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল।

দিনপঞ্জিকা

১৫ শ্রাবণ, ভাঃ ১০ শ্রাবণ **১আগষ্ট**, ১৫ শাওন, সংবৎ ৯ শ্রাবণ সুদি, ৮জেজ্জদ্। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭। **মঙ্গলবার**, নবমী দিবা ঘ ১২।৫৯ মিঃ বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ২।২৫ মিঃ। শুক্রযোগ সন্ধ্যা ঘ ৬।৭ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১২।৫৯ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১।৫৩ গতে গরকরণ। **জন্মে**— তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৭।৫৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ২।২৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ২।২৫ গতে একপাদদোষ। বারবেলাদি ঘ ৬।৪৯ গতে ৮।২৭ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৩৯ গতে ৯।১ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**— গর্ভাধান। **বিবাহ**— **সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ গতে রাত্রি ঘ ৭।৩৯ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে পুনঃ রাত্রি ঘ ৯।১ গতে ১০।১৬ মধ্যে মীনলগ্নে পুনঃ রাত্র ঘ ১১।৫৬ গতে শেষরাত্রি ঘ ৪।৭ মধ্যে বৃষ ও মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ**—নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর সপিন্ডন। **লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্মরণোৎসব। বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ (১ লা হইতে ৭ ই আগষ্ট)। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।৫০ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫১ মধ্যে ও ৯।৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫শ্রাবণ, ভাঃ ১০শ্রাবণ, ১ আগষ্ট, ১৫ শাওন,৮ জেজ্জদ্ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।১৭ মঙ্গলবার। নবমী দিঃ ঘঃ ১২।৫৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রবীন্দ্রনাথের প্রেম নিয়ে কিছু কথা

ড. অশনিকা ঘোষ

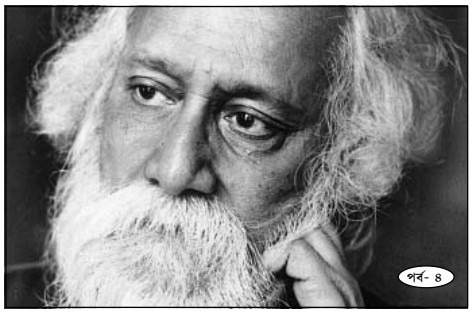

এই নারীর কথাও রবীন্দ্রনাথ আজীবন মনে রেখেছেন। নানা কাব্য, নাটকে নলিনী নামের উল্লেখ আছে। আনা অনাত্র বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েও 'আন্নাবাঈ নলিনী' নামেই পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করতেন। তিনিও আজীবন মনের গহীনে গভীর অনুরাগের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেছিলেন। এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের অবতারণা থেকে আনা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সম্বন্ধের আভাসকে এক তরঙ্গ মনে হতে পারে। বন্ধু ধূর্জটীপ্রসাদ ও অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে আলাপচারিতায় আনাকে দেখার উনপঞ্চাশ বছর পরে কবি বলেছেন, 'এ কথা আমি মানব যে মনে মনে টের পেতাম ঘটবার মতন একটা কিছু ঘটছে, কিন্তু সেই হওয়াকে উস্কে দিতে আমার না ছিল কোনো তৎপরতা, না ছিল কোনো প্রত্যুৎপন্নমতি।' হয়তো কবির এই স্বীকারোক্তি সঠিক, কারণ, কবির হৃদয় জুড়ে তখন কাদম্বরীদেবীর অধিষ্ঠান। আবার ' ঘটবার মতন কিছু একটা' ঘটলেও সেটি ক্ষণিকের। কবি এখানে ছিলেন একমাস কিংবা তার থেকে বেশি কিছুটা সময়। তবে পরস্পর পরস্পরকে মনে রেখেছিলেন একথা ঠিকই। কিন্তু উভয়েই স্বল্পদিনের ভালবাসার গভীরতায় পরস্পরকে ভুলতে পারেননি একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভাললাগার কারণেও জীবনে অনেক ঘটনাই মনে থাকে অথবা অনেকজনকে। সেখানে ভালবাসার কথা অবসম্ভাবী এমন নাও হতে পারে। ক্ষণিকের প্রেমময় পরিবেশ কবির সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে উঠেছিল একথাও কী ভাবা যায় না? ১৮৭৯ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্কট পরিবারের অতিথি-আবাসিক। বাড়ির স্কট কন্যাদ্বয় রবীন্দ্রনাথের গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে লুসি নামক কন্যাটির প্রতি কবির পক্ষপাত তৈরি হয়। মেয়েটি কবির চেয়ে বয়সে ৬ বছরের বড়। লুসি কবির কাছে বাংলা শিখতে চাইলে কবি সানন্দে রাজি হয়ে যান। কবির ভুবনমোহন ব্যক্তিত্ব বিদেশিনীকে মুগ্ধ করে। লুসির একটি প্রত্যক্ষ অবদান হল তিনি রবীন্দ্রনাথকে বেশ কিছু ইংরেজি, আইরিশ আর স্কটিশ গান শিখিয়েছিলেন। এই গানগুলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সংগীতে দেখা যায়। ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফেরার সময় স্কট পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কালে সেই পরিবার এবং কবি নিজে বিশেষ বিষণ্ণ হয়েছিলেন একথার স্বীকারোক্তি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন। ১৮৯০ সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিলেতে গিয়ে এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে সেই পুরানো বাড়িতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা পাননি। কীসের টানে কবির এই অন্বেষণ তা ভাবনার বিষয়। এই সময়ে কবি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের পিতা। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর জীবনে লিখে দিয়েছে চরম বেদনার ইতিহাস। অতীতের প্রেমস্পর্শ পেতে কি হৃদয় ব্যাকুল হয়েছিল? অনুমানের উপর ভিত্তি ক'রে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কবির জীবনে আরও এক রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি ইন্দিরাদেবী, সম্পর্কে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর সাহিত্যবোধ, নান্দনিকতা, আধুনিকতা কবিকে মুগ্ধ করে। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ইন্দরাদেবীকে কবি মোট ২৫২টি পত্র লিখেছিলেন। প্রমথ চৌধুরির সঙ্গে ইন্দিরাদেবীর বিবাহের পরে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষার পরিবর্তন পাওয়া যায়। ইন্দিরাদেবী বয়সে ছোট হলেও মনের দিক থেকে এই মেয়েটির সঙ্গে কবির অন্তরাত্মার যে অনেক বোঝাপড়াই হয়েছিল তা ইন্দিরাদেবীকে লেখা বেশ কিছু চিঠি পড়ে বোঝা যায়। পশ্চিমী আদবকায়দায় রপ্ত ঠাকুরবাড়ির এই কন্যা ছিলেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এতো রূপবতী ও গুণী ইন্দিরাদেবী বিবাহে আগ্রহী ছিলেন না। অথচ, তাঁকে বিবাহ করার জন্য যোগ্য পুরুষের সংখ্যা কম ছিল না। কাকা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের কথা কেউ জানতে চাইলে ইন্দিরাদেবী সেটিকে 'বন্ধুত্বের সম্পর্ক' হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রথম আলো' উপন্যাসে ইন্দিরাদেবী সম্পর্কে লিখেছেন,

> *রাণু কবিকে 'ভানুদাদা' সম্বোধনে আপন ক'রে নেন। রবীন্দ্রজীবনের এক কঠিন সময়ে এই বালিকার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, মৃত্যু পথযাত্রী। কন্যার মৃত্যুশোকে আহত কবি রাণুর প্রতি স্নেহপ্রবণ হন, পরবর্তী পর্বে সেই রাণুর মুখের আদলে খুঁজে পান তাঁর প্রথম প্রণয়িনী কাদম্বরী দেবীকে।*

"কুড়ি বছর বয়স হয়ে গেল, এখনোও সে বিবাহে অনিচ্ছুক, এ কেমন কথা! কিসের জন্য যে তার আপত্তি, তা সে স্পষ্ট বুঝিয়েও বলতে পারে না কারুকে। তবে কি সে, রবিকাকাকে ছেড়ে থাকতে চায় না? একেবারে শিশুর বয়স থেকেই সে রবিকাকার ন্যাওটা। এখন তাদের সম্পর্কটা এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছে যেন কেউ কারুকে ছেড়ে সত্যি-ই আর থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতন এমন পুরুষশ্রেষ্ঠ, এমন প্রতিভাবান, এমন সহৃদয় মানুষকে এত কাছাকাছি পেয়েছে ইন্দিরা, অন্য কোনো পুরুষকে তার পছন্দ হবে কেন? রবীন্দ্র যখন বাইরে কোথাও যায় তখন ইন্দিরা প্রতিদিন একটি না দুটি চিঠি লেখে, রবীন্দ্রও লম্বা লম্বা উত্তর দেয়, এমনকি অন্য সব কাজ ফেলেও ইন্দিরাকে আগে চিঠি লেখা চাই-ই।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইন্দিরাদেবী প্রমথ চৌধুরীকে নিজেই পছন্দ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক থাকার সময়েই কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছিল। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিণতি চায়। ইন্দিরাদেবীর ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছিল। অন্যদিকে কবির স্ত্রী মৃণালিনীদেবীর কাব্যচর্চার প্রতি আগ্রহ কম থাকায় বোধহয় কবিমনের আদান প্রদানও নিতান্তই স্বল্প ছিল। তাই ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে কবির মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়েছিল। বিলেতে গিয়েও তরুণ কবি অনেক চিঠি লিখেছেন ভাইঝিকে। আর তাঁর সাহিত্যের স্বর্ণযুগে প্লাবন এসেছে। এটি বুঝি কিছুটা সম্ভব হয়েছে ইন্দিরাদেবীর আনুকুল্যে।

কবির জীবনের পড়ন্তবেলায় দাগ ফেলে এককন্যা। দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে তাঁর কাছে এক চিঠি আসে 'প্রিয় রবিবাবু' সম্বোধনে। সুদূর বারাণসী থেকে এক বালিকার পত্র, নাম রাণু অধিকারী। সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর মেয়ে। চিঠি লেখার সময় ১৯১৭ সালের জুলাই মাস। ১৯১৮-১৯২৪ এই সময় পর্বের মধ্যে রাণু ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয়। রাণু কবিকে 'ভানুদাদা' সম্বোধনে আপন ক'রে নেন। রবীন্দ্রজীবনের এক কঠিন সময়ে এই বালিকার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, মৃত্যু পথযাত্রী। কন্যার মৃত্যুশোকে আহত কবি রাণুর প্রতি স্নেহপ্রবণ হন, পরবর্তী পর্বে সেই রাণুর মুখের আদলে খুঁজে পান তাঁর প্রথম প্রণয়িনী কাদম্বরী দেবীকে। জীবন বড় বিচিত্র, তার চেয়েও বড় বিচিত্র মানুষের মন। সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রমানসে এই কন্যাটি যে বিশেষ সাড়া তুলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বকবি আটান্ন বছর বয়সে সদ্য কিশোরীর মন জয় ক'রে নিজের অহংকারের কথা বর্ণনা করেছেন বছর সাঁইত্রিশের এক উন্নতদর্শন ইংরেজ যুবকের কাছে। কবি লিখেছেন, "Once for all, the exploration has been done, the flag of possession properly hoisted and my lost continent of the Eternal 27 recovered and captured by a brave little girl. Your rivalry would have greatly added to my triumph."

সম্পাদক সমীপেষু

সচিত্র পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'

একটি পত্রিকা আমাদের কাছে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা নিশ্চয় জানি। তাই বহু অমূল্য রতন পত্রিকা আজও আমরা সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় পত্রিকাকে খুব যত্ন করে রাখি। আর হারিয়ে যাওয়া সেইসব পত্রিকা যদি কোনওক্রমে পাওয়া যায় তাহলে তো মনে হয় এমন একটি অমূল্য রতন হাতে পেলাম, যা স্বপ্নেও ভাবিনি। যা এতদিন স্বপ্ন ছিল, আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেল। কারণ, অনেক গল্প পড়েছি কিন্তু চোখে তা দেখিনি। আজ চোখে দেখার পর আনন্দে মনটা ভরে উঠল। এমনই পত্রিকার নাম 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। যা মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিল ১৬৬ বছর আগে ১৮৫১ সালে। যা সচিত্র পত্রিকা হিসাবে প্রথমবার প্রকাশ হয়েছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এমন একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাগজ তো বের করতেই হবে। তবে একটা মস্ত বড় সমস্যা দেখা যায়, কাগজের সম্পাদক কে হবেন। তিনি কিভাবে পত্রিকা চালাবেন। তারই জন্য যে কেউ প্রার্থী হতে পারেন। তবে একটি প্রতিযোগিতা থাকবে আর সেই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবে, তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হবেন। বিনিময়ে মাত্র ৩০ টাকা মাসে বেতন দেওয়া হবে। সেইসময়ের ৩০ টাকার মূল্য আজ প্রায় ৩ লাখ টাকা। এই পদটাকে বলা হত গ্রন্থসম্পাদক, তা আজ বলা হয় সম্পাদক। এই সম্পাদকের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অবিলম্বন করে পেপারকমিটি নামে একটি প্রবন্ধ নির্বাচনীসভা সংস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৮ সালে প্রকাশ পেল সোমপ্রকাশ নামে একটি পত্রিকা। সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বাংলাদেশের প্রথম সচিত্র পত্রিকা হিসাবে বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকাখানি আজ বিলুপ্তের পথে। তবুও যদি কেউ এমন মূল্যবান পত্রিকা কোনওদিন পেয়ে যান সেইদিন অমূল্য রতন ভেবে নিজের সংগ্রহশালায় রেখে দিতে পারেন।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া - ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়